

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

160166 - দশদিনের বদলে দশ রাত্রি উল্লেখ করার প্রজ্ঞাপূরণ কারণ কী?

প্রশ্ন

আমার জনকৈ আত্মীয়ের মনে এ প্রশ্নটির উদ্রেক হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার বাণীতে: "দশরাত্রি" উল্লেখ করার প্রজ্ঞাপূরণ কারণ কী? অথচ যলিহজ্জের দশদিনের ফযলিত দাবিভাগই ঘটে থাকে; রাত্রিবিলোয় নয়। তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহর রয়ছে পরপূরণ প্রজ্ঞা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ "শপথ ফজরে। শপথ দশরাত্রি।" [সূরা আল-ফাজর (১০২)] আলমেদের মাঝে মতভেদে ঘটছে যে, শপথকৃত দশ দ্বারা উদ্দেশ্য কী:

১। জমহুর আলমেদের মতে, সগেলো যলিহজ্জের দশদিন। বরং ইবনে জারীর (রহঃ) এই মর্মে ইজমা (ঐকমত্য) নকল করে বলছেন যে: "সগেলো হচ্ছে— যলিহজ্জের দশরাত্রি; তা'বীলকারগণের (তাফসরিকারগণের) এই মর্মে ইজমা করার দলিলেরে ভিত্তিতে।" [তাফসীরে তাবারী (৭/৫১৪) থেকে সংকলতি]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: "দশরাত্রি: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যলিহজ্জ মাসেরে দশদিন; যমেনটি বলছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনু যুবায়েরে ও মুজাহদি প্রমুখ পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি আলমেগণ।" [তাফসরি ইবনে কাছরি (৪/৫৩৫)]

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সটেই হল: দিনগুলিকে রাত বলে উল্লেখ করার প্রজ্ঞাপূরণ কারণ কী?

এ প্রশ্নেরে উত্তর নিম্নোক্তভাবে দেওয়া যতে পারে:

এখানে দিনগুলো সম্পর্কে রাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যহেতু আরবী ভাষায় প্রশস্ততা রয়েছে। কখনও কখনও রাত শব্দ উল্লেখ করে দিন উদ্দেশ্য করা হয় এবং দিন শব্দ ব্যবহার করে রাত উদ্দেশ্য করা হয়।

তবে সাহাবায়েরে কেরাম ও তাবয়ীনদের মুখে অধিক ব্যবহার হল: রাত শব্দকে দিন অর্থে ব্যবহার করা। যমেন তাদেরে কথার

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মধ্যযে এসছে: **صمنا خمساً** (আমরা পাঁচ রাত রযো রখেছে)। যদিও রযো দিনে বলোয় রাখা হয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।

বশে কিছু আলমে এ বিষয়টি উল্লেখ করছেন। তাদের মধ্যযে রয়েছে ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে (৪/৩৩৪) এবং ইবনে রজব 'লাতায়ফুল মাআরফি' গ্রন্থে (৪৭০)।

২। কিছু কিছু আলমে মতে এবং সটেও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: এখানে দশরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— রমযান মাসের শেষে দশরাত্‌রি। তারা বলেন: যহেতে রমযানের শেষে দশরাত্‌রি মধ্যযে লাইলাতুল ক্বদর রয়েছে। য়ে রাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন: "লাইলাতুল ক্বদর (ক্বদরের রাত) হাজার মাসের চয়ে উত্তম"। তিনি আরও বলেন: "নশ্চয় আমরা একে (এই কুরআন) নাযলি করছে এক বরকতময় রাতে। নশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নরিদশে জারী করা হয়।"[সূরা দুখান, ৪৪:৩-৪]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ মতকে নরিবাচন করছেন; কেননা আয়াতেরে বাহ্যিকতার সাথে এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দখুন: শাইখ উছাইমীনের 'তাফসরি জুয আম্মা'